মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, বরিশাল

www.barisalboard.gov.bd

স্মারক নং- বশিবো/পনি/জেএসসি/২০১৯/১০

তারিখ ঃ ১৪ জুলাই, ২০১৯ খ্রি.
৩০ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, বরিশাল এর আওতাভুক্ত সকল বিদ্যালয় প্রধান ও সংশ্লিষ্টদের জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯ সালে অনুষ্ঠেয় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ (online) এবং প্রযোজ্য ফি বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করার সময়সূচি ও নিয়মাবলি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক		বিবরণ	তারিখ
১	ক	বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.barisalboard.gov.bd) শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা প্রদর্শন	২৮/০৭/২০১৯
	খ	প্রদর্শিত সম্ভাব্য তালিকা হতে online এ ফরম পূরণ করার তারিখ (বিলম্ব ফি ছাড়া)	৩০/০৭/২০১৯- ০৫/০৮/২০১৯
	গ	বিলম্ব ফি ছাড়া টি.টি করার শেষ তারিখ	০৬/০৮/২০১৯
	ঘ	অপ্রদর্শিত ডাটা অন্তর্ভুক্তির আবেদনের তারিখ	০৬/০৮/২০১৯- ০৭/০৮/২০১৯
	ঙ	২৫/- (পঁচিশ) টাকা বিলম্ব ফি সহ online এ টিটি কাটার শেষে তারিখ	০৮/০৮/২০১৯- ০৯/০৮/২০১৯
	চ	জেএসসি নিবন্ধনে যে password ব্যবহার করা হয়েছে সেই password দিয়ে online এ নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় ফরম পূরণ (eEIF) করতে হবে। ক) প্রতিষ্ঠানগুলো বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে Panel Link এ গিয়ে e-FF (JSC 2019) এ ক্লিক করে EIIN ও password দিয়ে login করে Temporary EFF List এ যেতে হবে এবং Print করে হার্ডকপিতে লালকালি ব্যবহার করে টিক চিহ্নদিয়ে পরীক্ষার্থী Select করতে হবে। অনিয়মিত পরীক্ষীর ক্ষেত্রে লিষ্টে ১, ২ বিষয়ে অকৃতকার্য তথ্য থাকবে সাথে সাথে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিবার তথ্যও থাকবে তাই অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর বেলায় ১, ২ বিষয়ে নাকি সব বিষয়ে পরীক্ষা দিবে সেটা সতর্কতার সহিত দেখে তারপর টিক দিতে হবে। খ) উক্ত হার্ডকপি Temporary EFF List এ টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থী তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত Temporary EFF List থেকে Select করতে হবে। গ) সকল শিক্ষার্থী সিলেক্ট করে একবারই submit দেয়া যাবে। ২য় বার submit করার কোনো সুযোগ নেই। কোনো অবস্থায় ১ জন কিংবা ২ জন শিক্ষার্থী সিলেক্ট করে submit দেয়া যাবে না। ঘ) submit করার পর EFF Payment এ ক্লিক করে TT Slip প্রিন্ট করে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় (যে শাখায় সোনালী সেবা চালু আছে) জমা দিতে হবে।	
	ছ	online এ eEIF সংশোধন ও নতুন অন্তর্ভুক্তি (২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষার পরীক্ষক হওয়ার জন্য) বি.দ্র. বাংলা ২য় (১০২) এবং ইংরেজি ২য় (১০৮) পত্রের পরীক্ষকগণ বাংলা (১০১) ও ইংরেজি (১০৭) বিষয়ে নাম অন্তর্ভূক্ত করবেন।	২৭/০৭/২০১৯- ৩০/০৮/২০১৯
২		পরীক্ষার ফি এর হার ক) পরীক্ষার ফি, প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০.০০ টাকা খ) কেন্দ্র ফি, প্রতি পরীক্ষার্থী (পরীক্ষা শুরুর ০১ সপ্তাহ পূর্বে কেন্দ্রসচিবকে প্রদান করতে হবে) ১৫০.০০ টাকা	
৩		পরীক্ষার মাধ্যম : বাংলা/ইংরেজি ভার্সন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সনের পরীক্ষার্থী থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বিষয় কোড ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখপূর্বক এক কপি তালিকা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর দপ্তরে হাতে হাতে ২২/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে না। এতে পরীক্ষার্থীদের কোনো অসুবিধা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন	
৪	ক	পাঠ্যসূচি: এনসিটিবি থেকে গেজেটে প্রকাশিত ২০১৯ সালের অনুমোদিত বইসমূহ ৮ম শ্রেণির পাঠ্যবই হিসেবে বিবেচিত হবে	
	খ	২০১৯, ২০১৮, ২০১৭ সালের রেজি:ধারী পরীক্ষার্থীরা ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে	
	গ	যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সালে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক থেকে তিন বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তার ইচ্ছে করলে ইতিপূর্বে অকৃতকার্য বিষয়গুলো অথবা সকল বিষয়ে ২০১৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে অংশিক বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়সমূহের প্রাপ্ত জিপি সংরক্ষিত থাকবে ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় তাদের অংশ গ্রহণকৃত	

		বিষয়/বিষয়সমূহের জিপি, পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জিপির সাথে যোগ করে তাদের জিপিএ নির্ধারণ করা হবে।
৫		জিপিএ উন্নয়ন: কেবল ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়ে জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় এদের জিপিএ উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে। জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীকে পূর্বের পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরকৃত প্রিন্ট আউটের সাথে জমা দিতে হবে।
৬	ক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন: কোনো অবস্থাতেই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পিতা/মাতা/অভিভাবকের বদলি/যুক্তিসঙ্গত অন্য কোনো কারণে নিয়মানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে থাকলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সকল প্রামাণ্য কাগজপত্র (সত্যায়িত ফটোকপি) পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরকৃত প্রিন্ট আউটের সাথে জমা দিতে হবে।
৭		পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়/বিষয়সমূহ: শিক্ষার্থীর রেজি:কার্ড/প্রবেশপত্রে উল্লিখিত বিষয়/বিষয়সমূহেই তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিষয় পরিবর্তন না করে রেজি:কার্ড/প্রবেশপত্র বহির্ভূত কোনো বিষয়/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণকৃত উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহ বাদ দিয়েই তার ফল প্রকাশ করা হবে।
৮		রেজিঃ নবায়ন: ২০১৭ সেশনের শিক্ষার্থী ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ে অকৃতকার্য (৪র্থ বিষয় বাদে) হয়েছে তারা রেজিস্ট্রেশন নবায়ন সাপেক্ষে ২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী জেএসসি পরীক্ষায় উক্ত বিষয় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ২০১৭ সালের রেজিঃধারী (নবায়নকৃত) পরীক্ষার্থীদের রেজিঃকার্ডে উল্লেখিত বাংলা-১ম, ২য় পত্র ও ইংরেজি-১ম, ২য় পত্রের পরিবর্তে শুধু বাংলা-১০১, ইংরেজি-১০৭ আকারে বোর্ড থেকে সংশোধন করে নিতে হবে। পরীক্ষার্থীরা ১৬/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে ২০০/- টাকা ফি সহ রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে ঐ এক বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার জন্য ফরম পূরণ করতে পারবে।
৯	ক	২০১৯ সেশনের শিক্ষার্থী কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত, পালি, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহ এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র পরীক্ষা চলাকালীন বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর এন্ট্রি করে প্রেরণ করবে।
১০		বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বি.দ্র. **Final Candidate List Print** করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করে সংরক্ষণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, বরিশাল
তারিখ ঃ ১৪ জুলাই, ২০১৯ খ্রি.
৩০ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্মারক নং- বশিবো/পনি/জেএসসি/২০১৯/১০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো :

০১। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
০৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, বরিশাল
০৪। সিস্টেম এনালিস্ট (ভারপ্রাপ্ত), মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, বরিশাল
০৫। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কর্পোরেট শাখা, পূর্ব বগুড়া রোড, বরিশাল
০৬। সকল কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, বরিশাল
০৭। বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন সকল নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান
০৮। বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইট
০৯। সংরক্ষণ নথি

১৪.৭.১৯
প্রফেসর মোঃ আনোয়ারুল আজিম-৯৭৭২
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, বরিশাল
১৪/৭/১৯
ফোন ঃ ০৪৩১-৬৪০৮৫
মুঠোঃ ০১৭১১-৭০৩৮৫৭
ই-মেইলঃ barisalboard@ gmail.com